

রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দশম অধ্যায় - রমাযানে যে যে কাজ করা রোযাদারের কর্তব্য রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

খতমের দুআয় শরীক হওয়া

ইমাম নামাযে কুরআন খতমের দুআ করলে মুক্তাদীও সে দুআতে শরীক হয়ে 'আমীন-আমীন' বলতে পারে। যদিও নামাযের মধ্যে কুরআন-খতমের মুনাজাত করার ব্যাপারে সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই, তবুও যেহেতু মুসলিমদের কিছু আয়েন্দায়ে কেরাম তা করা মুস্তাহাব বলেছেন এবং তা হল একটি বৈধ ইজতিহাদী অভিমত, আর তা ভুল হলেও হতে পারে; কিন্তু তা হারাম কিছু নয়, সেহেতু সে কাজে ইমামের অনুসরণ করায় কোন বাধা নেই। যেমন ইমাম দুআ করলে সে দুআ বিদআত মনে করে অথবা সুন্নাহতে নেই বলে ঐ নামায ত্যাগ করে বেরিয়ে যাওয়া কারো জন্য উচিৎ নয়। কারণ, তাতে জামাআতের মাঝে অনৈক্য ও পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিদৃষ্ট হবে। আর এ কাজ হবে আয়েন্দায়ে কেরামদের আমলের প্রতিকূল। যেমন ইমাম আহমাদ (রঃ) ফজরের নামাযে কুনৃত পড়াকে মুস্তাহাব মনে করতেন না; বরং তা বিদআত মনে করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, 'যদি তুমি এমন ইমামের পশ্চাতে ফজরের নামায পড় যে কুনৃত পড়ে, তাহলে তুমি তার কুনৃতেও তার অনুসরণ কর এবং তার দুআয় আমীন বল।' আর তা হল জামাআতের মাঝে সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য; যাতে একে অপরের প্রতি ঘূণা ও বিদ্বেষ পোষণ না করে।[1]

ফুটনোট

[1] (আশ্শারহুল মুমতে' ৪/৮৬-৮৭, সামানিয়া ওয়া আরবাউন সুআলান ফিস্-সিয়াম ৫৯-৬০পৃঃ)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4106

🗕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন